প্রথম আলো

তারিখ 20 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

সরিষাবাড়ীতে নকল করতে না পারায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা বর্জন

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন ডিএইচএমএস পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ না পেয়ে সরিষাবাড়ী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার্থীরা তাঁদের পরীক্ষা বর্জন করেন। তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে মিছিলসহ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

সকালের জীববিজ্ঞান পরীক্ষায় মূল খাতা নিয়ে বাথরুমে বসে লেখার সময় কর্তব্যরত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাতেনাতে প্রথম বর্ষের ছাত্র আ. লতিফকে গ্রেপ্তার করে সরিষাবাড়ী থানায় সোপর্দ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে সরিষাবাড়ী হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা করেন। এ সময় নকল করার দায়ে আটজনকে বহিষ্কার করা হয়।

এ খবর জানাজানি হওয়ার পর বিকেলের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ষের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য এবং ব্যবহারিক চিকিৎসা বিধান বিষয়ের ৩৪০ জন পরীক্ষার্থী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং পরীক্ষাও বর্জন করেন।

পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, 'কোনো ধরনের অভিযোগ ছাড়াই প্রশাসন একজন পরীক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করায় ও প্রশাসনের অশোভন আচরণের প্রতিবাদে আমরা বাধ্য হয়ে পরীক্ষা বর্জন করেছি।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক পরীক্ষার্থী জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষ নকল করার সুযোগ দেওয়ার কথা বলে ফরম ফিলাপের সময় আমাদের কাছ থেকে ৫-১০ হাজার টাকা করে নেয়।

জানা যায়, সরিষাবাড়ী হোমিওপ্যাথিক কলেজে ঢাকা, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, শেরপুর, সিরাজগঞ্জ, পাবনাসহ বিভিন্ন জেলা থেকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা ভিড় জমান। পরীক্ষা চলাকালীন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাসানুল ইসলাম, জেলা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুল হক, মো. বেলায়েত হোসেন ও শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সরিষাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সত্ত্বেও পরীক্ষার্থীরা নকল করার সুযোগ পাবেন না বলে পরীক্ষা বর্জন করেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের করার কিছুই নেই।

সরিষাবাড়ী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম জানান, 'নকল করার সুযোগ পাবে না বলে তারা পরীক্ষা বর্জন করেছে। এ ক্ষেত্রে আমার কিছুই করার নেই।' নকল করার সুযোগ দেওয়ার কথা বলে ফরম ফিলাপের সময় ৫-১০ হাজার টাকা নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি জানান, অভিযোগটি আদৌ সত্য নয়, মিথ্যা ও বানোয়াট। কলেজে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।